



221766 - মসজিদে অবস্থান করা সওয়াব ও মর্যাদাপূর্ণ আমল; যদি সটো ইতকিফ না হয় তবুও

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করনে যে, ইতকিফ শুধু তিনি মসজিদে জন্য খাস- এটা কি সঠিক? অথচ তিনি লাইলাতুল ক্বদর পতে উদগ্ৰীব। তাঁর রয়েছে কিছু চাওয়া-পাওয়া। তিনি ধারণা করনে যে, শেষে দশকে রাতরে বেলো মসজিদে অবস্থান করা সুউচ্চ, মহা ক্বমতাবান ও অমুখাপকেষীর দরবারে তার উদ্দেশ্যে হাছলিরে জন্য একটা সুযোগ। উল্লেখ্য সএ একজন ইতর, বদমাশ, অন্যায়কারী ও খারাপ লোক। সএ আশা করছে, যদি স্থান-কালরে মর্যাদার সাথে আন্তরিকি দোয়ার সম্মলিন ঘটতে; তাহলে তার জীবন ধারা পালটে যেতে পারে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যে ব্যক্তি অন্যায়কারী ও খারাপ মানুষ তার সর্বপ্রথম কর্তব্য একনষ্টি তওবা করে আল্লাহর দকি ফরিরে আসা। অন্যায় ও পাপরে চরতির থেকে ন্যায় ও আনুগত্যরে গুণে পরবির্ততি হওয়া।

দুই:

ইতপূর্ববে 81134 ও 49006 নং ফতোয়ায় সকল মসজিদে ইতকিফ করা শুদ্ধ হওয়া এবং ইতকিফ শুধুমাত্র তিনি মসজিদে জন্য খাস না হওয়ার বশিয়টি বরণনা করা হয়েছে।

তনি:

আপনি যে প্রশ্নটি জানতে চয়েছেন সটোর জবাব হচ্ছে, যে ব্যক্তি এমন কারো তাকলীদ করনে যনি বলেন: তিনি মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতকিফ করা শুদ্ধ হবে না, তার জন্যও রমযানরে শেষে দশকে মসজিদে অবস্থান করতে কোন বাধা নহে। তার বিশ্বাস অনুযায়ী এটা যদি ইতকিফ নাও হয় তদুপরিনামায, যকিরি, কুরআন তলোওয়াত ও নামাযরে জন্য অপকেষা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করা মর্যাদাপূর্ণ আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তমোদরে কটে যখন নামায শেষে করে তখন ফরেশেতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সএ তার নামাযরে জায়গায় বসে থাকে: হএ আল্লাহ! তাকে ক্বমা করে দনি। তার প্রতদিয়া করুন। তমোদরে কটে যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযরে অপকেষায় থাকে



ততক্ষণ সবে নামাযহই থাকে।”[সহিহ বুখারী (৬৪৮) ও সহিহ মুসলিমি (৬৪৯); এখানে হাদিসেরে ভাষ্যটি সহিহ বুখারীর]

বাইহাকী তাঁর ‘শুআবুল ঈমান’ (২৯৪৩) নামক গ্রন্থে আমর বনি মায়মুন আল-আওদা থেকে বর্ণনা করেনে তিনি বলেন:

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে সাহাবীগণ আমাদেরেকে জানয়িচ্ছেনে য়ে: মসজদিগলগো হচ্ছে জমনিতে আল্লাহর ঘর। য়ে ব্যক্তি এ ঘরে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে আসবে আল্লাহর কাছে তার প্ৰাপ্তি হচ্ছে তাকে সম্মানতি করা।”[আলবানী সলিসলিাতুল আহাদসি আস-সহিহা গ্রন্থে (১১৬৯) হাদসিটকি ‘সহিহ’ আখ্যায়তি করছেন]

তাছাড়া মসজদি অৱস্থানরে মাধ্যমে সবে ব্যক্তি দুনিয়াবী নানা কাজরে ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতরে জন্য নবিষিট হতে পারে।

আল্লাহই ভাল জাননে।